দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা পৌর শাখার উদ্যোগে গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সাহার সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত মতবিনিময় সভায় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দর্শনায় সাম্প্রতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে তাদের পক্ষ থেকে সবধরনের সহযোগীতার আশ্বাস দেওয়া হয়। মতবিনিময় জামায়াত নেতৃবৃন্দ্ব জানান- ৫ তারিখের ক্লান্তিলগ্নে জামায়াত ও শিবিরকর্মীরা সারা রাত জেগে দর্শনা পুরাতন বাজারস্থ সংখ্যালঘু পল্লীতে যেন কোন দূর্বৃত্তরা হামলা করতে না পারে সে জন্য পাহারা দিয়েছে। তারা ইতি মধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ্বের সাথে বসে তাদের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর রাখছে।

সভায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো: আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা জামায়াতের সেক্রেটারী মাহাবুবুর রহমান টুকু, পৌর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর মোঃ আজিজুল ইসলাম, সাবেক কমিশনার সাহিকুল আলম অপু, আমজাদ হোসেন, মাসুমবিল্লাহ, তানজীল হোসেন প্রমুখ। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা তাদের আন্তবিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

দর্শনা থানা প্রতিষ্ঠার ৪ বছরে

৪ ওসি

দর্শনা থানা প্রতিষ্ঠার বয়স দেখতে দেখতে ৪ বছর পূর্ন হলো। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ থানায় ৪ বছরে পর্যায়ক্রমে ৪ জন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

দর্শনা থানার প্রথম ওসি মাহব্বুর রহমান কাজলের বদলির পরই যোগদান করেন এএইচএম লুৎফুল কবীর। তারপর যোগদান করেন ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ যোগদানের দুই মাসের মাথায় বদলী হয়ে বর্তমানে তিনি চুয়াডঙ্গা ডিবির ওসি হিসাবে কর্মরত আছে।

এরপর দর্শনা থানায় যোগদান করেন,ওসি বিপ্লব কুমার সাহা যোগদানের পর থেকে দর্শনা আইন শৃংখলা কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে সুধি মহল মনে করেন।তাই দর্শনা শহর চুয়াডাঙ্গা জেলার ভিতর অতিগুরত্বপূর্ণ শিল্প শহর হিসেবে দর্শনার পরিচিতি গোটা দেশেই।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ৪ বারের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগরের নিরলস প্রচেষ্ঠার ফসল হিসেবে দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে থানা হিসেবে উন্নিত হয়। গত ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল আনুষ্ঠানিকভাবে দর্শনা থানার শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২০ সাল থেকে ২৮/০২/২৪ পর্যন্ত মাদক উদ্ধার হয়েছে, ফেনসিডিল ১৩ হাজার ১৪২ বোতল, গাঁজা ৩শ ৫২ কেজি, ইয়াবা ট্যাবলেট ৭ হাজার ৭১৩ পিচ, চোলাই মদ ৮শ ৭৪ লিটার, বিদেশী মদ ২শ ৬ বোতল, ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ২৩হাজার ৩শ পিচ, নেশা জাতীয় ইনজেকশন ১৩শ ২৩ পিচ, গাঁজা গাছ, ১৭ টি, ৩ পুরিয়া হেরোইন।

এ পর্যন্ত রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ১১৯০, গ্রেফতার হয়েছে ২৯৩৭ জন। দর্শনা থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইন্সপেক্টর মাহাবুর রহমান কাজল। তিনি যোগদানের পর থেকেই দর্শনা থনার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় ওসি মাহব্বুর রহমান কাজল।তারপর দুই বছর পৃর্ন হওয়ায় বদলী হয়ে ডিবির ওসি হিসাবে যোগদান করেন।

এরপর ইন্সপেক্টর এএইচএম লুৎফুল কবীর দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করে যোগদানের পর থেকে তিনি মানুষের সাথে অসৌজন্য মৃলক আচরনসহ তার নামে বিভিন্ন কর্যলয়ে অভিযোগ পড়তে থাকে।একের পর এক বির্তকের জন্ম দেয় তিনি। এ সব ঘটনায় তাকে দর্শনা থানা থেকে বদলী করে গোয়েন্দা বিভাগের ৩ নং ওসি হিসাবে

চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করে।এরপর ওসি হিসাবে যোগদান করেন ফেরদৌস ওয়াহিদ তিনি যোগদানের দুই মাসের মাথায় বিদায় নিতে হয় দর্শনা থানা থেক।

এরপর যোগদান করেন, বিপ্লব কুমার সাহা, তিনি যোগদানের পর থেকে বেশ সুনামের সহিত কাজ করে যাচ্ছেন, দুজন ইন্সপেক্টরসহ একদল চৌকস এসআই, এএসআই ও কনস্টেবল নিয়ে সন্ত্রাস, অস্ত্র, ছিনতাই, ডাকাতি, ইভটিজিং, মাদক, চোরাচালানসহ অপরাধ বিরোধী ঝটিকা অভিযান চলমান রেখেছে। এবং দর্শনা থানার আইন শৃংখলা স্বাভাবিক চলছে বলে ধারনা করছে সাধারন মানুষ। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে মাদককে শূন্যের কোটায় আনার ঘোষণা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। মাদকমুক্ত দেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

সে নির্দেশ মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম স্যার মাদকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে মাদক মুক্ত থানা গঠনের অঙ্গিকার নিয়ে মাঠে রয়েছি আমরা। দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান রয়েছে অব্যাহত। দর্শনা থানাবাসীর সহযোগিতা এভাবেই অব্যাহত থাকলে অবশ্যই মাদকমুক্ত এলাকা গড়া সম্ভব হবে। তাই আসুন আমরা মাদককে না বলি, মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মাদককারবারী, চোরাচালানী ও অপরাধীদের আইনের হাতে তুলে দিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ ওসি দর্শনা থানার বিপ্লব কুমার শাহ

খুলনা রেঞ্জের ১০ জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন চুুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার শাহা,এস আই খাঁন আব্দুর রহমান,এ এস আই বশির আহম্মেদ।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম

(বার) সিপিএমের সভাপতিত্বে জানুয়ারি ২০২৩ মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় ওয়ারেন্ট তামিল, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, মামলা নিষ্পত্তি সহ দর্শনা থানার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বিপ্লব কুমার শাহ অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা কে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে ঘোষণা করেন।

অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা, দর্শনা থানার এস আই খাঁন আব্দুর রহমান, এ এস আই বশির আহম্মেদকে শ্রেষ্ট ক্রেষ্ট তুলে দেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম (বার তাদের হাতে। তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল অফিসার ফোর্সসহ সকল পুলিশ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা বাসী ও সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), জয়দেব চৌধুরী বিপিএম- সেবা, অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট), মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম, অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্) খুলনা রেঞ্জ, আরআরএফ, খুলনা সহ রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপারবৃন্দ ও খুলনা রেঞ্জের ইন-সার্ভিস টেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা থানার আয়োজনে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালিত

পুলিশ-জনতা ঐক্য করি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি, এই স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা থানা ও কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির আয়োজনে কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল দশটার দিকে দিবসটি উপলক্ষে দর্শনা থানা পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সুদূহ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বর্নাট্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি দর্শনা থানা থেকে বের হয়ে রেলবাজার প্রদক্ষিণ শেষে আবার থানায় ফিরে সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা,ইন্সপেক্টর (তদন্ত) নীরব হোসেন, ইন্সপেক্টর (অপারেশন) শফিউল আলম সহ থানায় কর্মরত অন্যান্য অফিসার ও ফোর্স এবং কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দর্শনা থানার ওসির সাথে জাহাঙ্গীরের শুভেচ্ছা বিনিময়

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ(ওসি)বিপ্লব কুমার সাহা’র সাথে বিশিষ্ট্য সমাজ সেবক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শুভেচ্ছা মতবিনিময় করেছেন।

গতকাল শনিবার রাত ৭ টার দিকে সমাজ সেবক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম দর্শনা থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা’র ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে মতবিনিময় করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ওসি(তদন্ত) ওসি অপারেশন মতবিনিময় কালে বিশিষ্ট্য সমাজ সেবক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সর্বসাধারনের উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে আগামী দ্বাদশ নির্বাচনে আশা ব্যক্ত করে
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফয়সাল আহমেদ,আহাদ আলী,টিপু সুলতান,পিন্টু মিয়া।

দর্শনা থানার নবাগত ওসির যোগদান ও বিদায়ী ওসিকে সংবর্ধনা

দর্শনা থানায় নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি)র যোগদান ও বিদায়ী ওসিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকাল ৫ টার দিকে দর্শনা থানা চত্বরে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা কর্তৃক আয়োজিত বিদায় ও নবাগতকে বরণ অনুষ্ঠানে থানার সেকেন্ড অফিসার এস,আই খান আব্দুর রহমানের সঞ্চলনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, থানার বিদায়ী অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ,দর্শনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ আমান, পরিদর্শক (অপারেশন) নীরব হোসেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সহ-সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, দর্শনা গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের (সিডিএল) পরিচালক আবু সুফিয়ান, আওয়ামী লীগ নেতা সোলাইমান কবীর।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানার এ,এস,আই শফিক রহমান, সদস্য বিপ্লব হোসেন। আলোচনা শেষে দর্শনা থানার কর্মরত অফিসার ও সদস্য সহ অতিথিরা

ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করেন সদ্য যোগদানকৃত দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহাকে ও একই সাথে সংবর্ধনা দিয়ে বিদায় জানান দর্শনা থানায় কর্মরত বিদায়ী অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলোয়াত ও অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ।

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার নবাগত ওসি ও সংগীত শিল্পী ধীরু বাউলের সম্মাননা প্রদান

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ দেশবরেণ্য সংগীত বাউল শিল্পি সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ধীরুকে সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় দর্শনা প্রেসক্লাব কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নবাগত ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ ও সাইফুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। পুলিশ ও সাংবাদিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, চাঁদাবাজিসহ সব অপরাধ কমে যাবে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডলের সঞ্চালনা আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এসএম আমানউল্লাহ, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং বাউল হার্ট টমটেন তারকা দেশ বরণ্য কণ্ঠশিল্পি মনিরুজ্জামান ধীরু, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সহসভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবিব মামুন, এফএ আলমঙ্গীর, মনিরুজ্জামান সুমন, মাহমুদ হাসান রনি, ওয়াসিম রয়েল, হাসমত আলী, আব্দুল হান্নান, সুকুমল চন্দ্র বাঁধন, ইয়াছিন, ইমতিয়াজ রয়েল।

আওয়ামী লীগের আমলে গত ১৩ বছরে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি- কৃষিমন্ত্রী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামে আনার বাগান পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এ সময় তিনি বলেন আমাদের দেশেই এখন সব রকম চাষ করা সম্ভব তাই কৃষিখাতকে আমরা ঢেলে সাজ্জাছি। আনার বাগান পরিদর্শন শেষে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবৎপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সংগ্রহ শালা ও নবান্নে ধান কর্তন অনুষ্ঠানরের শুভ উদ্ধোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড.আব্দু রাজ্জাক।

আজ মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) দুপুর ১২ টার দিকে হৈবৎপুর গ্রামে এ শুভ উদ্ধোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ,প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ, বৈশ্বিক পরিস্হিতি – মোকাবেলায় সকল আবাদী অনাবাদী পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ,বাংলাদেশে কোন খাদ্যের ঘাটতি হবে না, বর্তমান বিশ্বে মহামারী ও দূভিক্ষ দেখা দিলেও বাংলাদেশে কোন ঘাটতি হবে না। আমরা সব সময় জনগনের পাশে আছি এবং থাকবো। এ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে সব রকম আমরা দিয়ে আসছি। আমরা আগামী দিনে সরকার গঠন করে দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে চাই। তাই আগামীতে জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতিদিন দুই থেকে পাঁচজন মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। আওয়ামী লীগের আমলে গত ১৩ বছরে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা গড়তে কাজ করছে সরকার।